

আরডিএ ল্যাব. স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া  
বর্ষ সমাপনী-২০২০ এর জন্য নমুনা প্রশ্ন  
একাদশ শ্রেণি  
বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

বায়ান্নর দিনগুলো:

১।

ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ  
দুপুর বেলার অন্ধ  
বৃষ্টি নামে; বৃষ্টি কোথায়?  
বরকতেরই রক্ত!  
হাজার যুগের সূর্যতাপে  
জ্বলবে; এমন লাল যে,  
সেই লোহিতেই লাল হয়েছে  
কৃষ্ণচূড়ার ডাল যে।

ক. কত তারিখে ফরিদপুরে সারাদিন শোভাযাত্রা চলেছে?

খ. একুশে ফেব্রুয়ারির দিন শেখ মুজিবরা উৎকর্ষিত ছিল কেন?

গ. উদ্দীপকের প্রথম চার চরণে ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ রচনার কোন দিক প্রকাশিত হয়েছে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “উদ্দীপকটি ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ রচনার’ পরিপূর্ণ দিক নয়।”-বিশ্লেষণ কর।

২। মায়ানমারের অবিসংবাদিত নেত্রী অং সান সু চি গণমানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে দীর্ঘদিন সংগ্রাম করেছেন; গৃহবন্দি জীবন-যাপন করেছেন প্রায় ১৪ বছর। কিন্তু জনগণের বাধার মুখে সামরিক জাভা সরকার অং সান সু চিকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

ক. মহিউদ্দিন কোন রোগে ভুগছিলেন?

খ. ১৪৪ ধারা বলতে কী বোঝ?

গ. “উদ্দীপকের অং সান সু চি যেন ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ রচনার শেখ মুজিবের প্রতিরূপ।”-ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “জনগণের সংগ্রামী মনোভাবের কাছে পরাজিত হয়েছে সামরিক শক্তি।”-উক্তিটি উদ্দীপক ও ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ রচনার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৩। উপমহাদেশের রাজনীতিতে আন্না হাজারে একটি ব্যতিক্রমী নাম। দুর্নীতিবিরোধী লোকপাল বিল সংসদে পাস করাতে তিনি ভারত জুড়ে গণআন্দোলন গড়ে তোলেন। ‘ইন্ডিয়া এগেইনস্ট বিল করাপশন’ নামে এ আন্দোলন দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেন অনশন ধর্মঘটের মাধ্যমে। দিল্লির রামলীলা ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষ আন্না হাজারের সাথে অনশন করেন। নড়ে ওঠে শাসকের ভিত।

ক. নূরুল আমিন কে ছিলেন?

খ. রেণুর কথার বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল কেন?

গ. উদ্দীপকের অংশটুকুর সাথে ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ রচনার সাদৃশ্য দেখাও।

ঘ. ‘মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্যই এ অনশন’- উক্তিটি উদ্দীপক ও ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ রচনার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৪। বন্ধু, তোমার ছাড় উদ্বেগ, সুতীক্ষ্ণ কর চিত্ত

বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত।

মূঢ় শত্রুকে হানো শ্রোত রুখে, তন্দ্রাকে কর ছিন্ন,

একাগ্র দেশে শত্রুরা এসে হয়ে যাক নিশ্চিহ্ন।

ঘরে তোল ধান বিপ্লবী প্রাণ প্রস্তুত রাখো কাস্তে,

গাও সারি গান, হাতিয়ারে শান দাও আজ উদয়াস্তে।

ক. বঙ্গবন্ধু ফেব্রুয়ারির কয় তারিখে মুক্তি পেয়েছিলেন?

খ. ‘মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে।’ -ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ প্রবন্ধের প্রতিবাদের ভাষার যে বৈসাদৃশ্য ফুটে উঠেছে তা নিজের ভাষায় লেখ।

ঘ. উদ্দীপকটিতে ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ প্রবন্ধের চেতনা সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। মন্তব্যটি কি যথার্থ? বিশ্লেষণ কর।

জাদুঘরে কেন যাব:

১। আমি জন্মেছি বাংলায়, আমি বাংলায় কথা বলি,  
আমি এই বাংলার আলপথ দিয়ে হাজার বছর চলি।  
চলি পলিমাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে।  
তেরোশত নদী শুধায় আমাকে, ‘কোথা থেকে তুমি এলে?’  
আমি তো এসেছি চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে।

.....  
আমি তো এসেছি কৈবর্তের বিদ্রোহী গ্রাম থেকে।  
আমি তো এসেছি পালযুগ নামে চিত্রকলার থেকে।

.....  
এসেছি আমার পেছনে হাজার চরণ চিহ্ন ফেলে।

ক. পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর কোথায় ছিল?

খ. মোনয়েম খান সেদিন রাগ করেছিলেন কেন?

গ. উদ্দীপকে বিধৃত দিকটি ‘জাদুঘরে কেন যাব’ প্রবন্ধে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে- ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট দেশিক, কিন্তু ‘জাদুঘরে কেন যাব’ প্রবন্ধের প্রেক্ষাপট বৈশ্বিক-মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।

২। ল্যুভরে কিছু না হোক লাখ খানেক ছবি আছেই, পৃথিবীর সেরা শিল্পীদের আঁকা। ফরাসিরা এসব ছবি, মূর্তি সংগ্রহ করেছে, সব উপায় সাধুও নয়। এদের অনেকগুলো যুদ্ধলব্ধ। রাজ্য জয় করে অনেক বিজেতা অনেক রত্নই হরণ করে, কিন্তু ফরাসিরা হরণ করেছে শিল্প সম্ভার। কোন জাতি কোন জিনিসকে বেশি দাম দেয় তাই নিয়েই তার ইতিহাস।

ক. কার কামানে গায়ে বাংলায় লেখা ছিল?

খ. জাদুঘর কীভাবে গড়ে ওঠে?

গ. উদ্দীপকে বিধৃত অন্যের শিল্পসম্ভার হরণ করার প্রসঙ্গটি ‘জাদুঘরে কেন যাব’ রচনায় কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “উদ্দীপকে ‘জাদুঘরে কেন যাব’ রচনার পূর্ণভাবের প্রতিফলন ঘটেনি।” বিশ্লেষণ কর।

**নেকলেস:**

১। ফুলপুর স্কুলের বাংলার শিক্ষক ‘কর্মদোষে ফল লাভ’ গল্পটি পড়ানো শেষে ছাত্রদের দুটি উপদেশ দেন : ১. উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে এমন কাজ করো না, যা তোমাদের বিপদে ফেলতে পারে। ২. সাধ ও সাধ্যের মধ্যে সমন্বয় করতে পারলেই নিজেকে সুখী ভাবা যায়।

ক. বাবার মৃত্যুর পর লোইসেল কত ফাঁ পেয়েছিলেন ?

খ. মাদাম ফোরস্টিয়ার মাদাম লোইসেলকে চিনতে পারলেন না কেন ?

গ. উদ্দীপকের ১ নং উপদেশ ‘নেকলেস’ গল্পের কোন বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “উদ্দীপকের উপদেশ দুটি ‘নেকলেস’ গল্পের মূলভাব ধারণ করে আছে।”-বিশ্লেষণ কর।

২। হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান।

তুমি মোণে দানিয়াছো খ্রীস্টের সম্মান

কণ্টক মুকুট শোভা।

ক. ফরাসি ভাষায় ‘নেকলেস’ গল্পটির নাম কী?

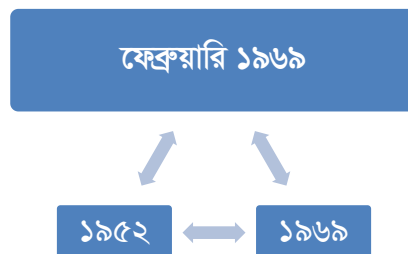
খ. মাদাম লোইসেলের দুঃখ হতো কেন ?

গ. উদ্দীপকের সাথে ‘নেকলেস’ গল্পের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “উদ্দীপকটি ‘নেকলেস’ গল্পের মূল দিক, তবে সমগ্র দিক নয়।”-বিশ্লেষণ কর।

ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯:

১।



ক. ‘ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯’ কবিতাটির রচয়িতা কে ?

খ. ‘সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ’ –তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকটি ‘ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯’ কবিতার সাথে কীভাবে সম্পৃক্ত ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ‘ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯’ কবিতার নামকরণের যৌক্তিকতা বিচার কর।

২। তোমাকে উপড়ে নিলে, বলো, তবে কী থাকে আমার?

উনিশশো বায়ান্নর দারুণ বর্ণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি

বুকে নিয়ে আছো সগৌরবে মহীয়সী।

ক. ‘ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯’ কবিতায় বর্ণমালাকে কীসের সাথে তুলনা করা হয়েছে ?

খ. ‘সালামের চোখ আজ আলোচিত ঢাকা’ –তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকটি ‘ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯’ কবিতার সাথে কীভাবে সম্পৃক্ত ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “উদ্দীপক ও ‘ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯’ কবিতায় শহিদের অমরতা ধারণ করেছে।” –বিশ্লেষণ কর।

**নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়:**

১। বাঙালি জাতির রয়েছে সংগ্রামের এক দীর্ঘ ইতিহাস। যুগ যুগ ধরে সংগ্রাম করে বাঙালি তাদের বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, তিতুমীর, সূর্যসেন, প্রীতিলতা, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়াও আরো অনেক অবিসংবাদিত নেতা বাঙালির প্রাণে অমর হয়ে আছেন। তাঁরা বাঙালির প্রতিবাদী চেতনার মহান আদর্শ।

ক. নূরলদীনের বাড়ি কোথায় ছিল ?

খ. ‘যখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায়’-চরণটি দ্বারা কবি কী বুঝিয়েছেন ?

গ. উদ্দীপকটি ‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতার সাথে কীভাবে সম্পৃক্ত ব্যাখ্যা কর।

ঘ. নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতায় বর্ণিত নূরলদীনের ভূমিকা পর্যালোচনায় উদ্দীপকটির সার্থকতা বিচার কর।

২। শত বছরে শত সংগ্রাম শেষে,

রবীন্দ্রনাথের মতো দৃষ্ট পায়ে হেঁটে

অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।

তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,

হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার

সকল দুয়ার খোলা। কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী ?

গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর

কবিতাখানি :

‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,

এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’

ক. রংপুরে নূরলদীন কত সনে ডাক দিয়েছিল ?

খ. বাংলার বুকে শকুন নেমে আসা বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন ?

গ. উদ্দীপকে সম্বোধিত কবি ও ‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতার নূরলদীনের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় কর।

ঘ. “উদ্দীপক ও ‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতার মূলভাব একই চেতনায় ঋদ্ধ।” –মূল্যায়ন কর।

**লোক-লোকান্তর:**

১। ‘আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই

আমি আমার আমিকে চিরদিন

এই বাংলায় খুঁজে পাই।’

ক. চোখের কোটরে কিসের রং?

খ. কবি তার চেতনাকে পাখির সাথে তুলনা করেছেন কেন?

গ. উদ্দীপকটি ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার কবির কোন দিকটি মূর্ত করার জন্য প্রযোজ্য তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “উদ্দীপকটি ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার কবির কোন অবস্থাকে প্রশমিত করার জন্য যথেষ্ট তা প্রমাণ কর।”

২। সবুজ ঘাসের বুকে সোনালি রোদ

পূর্ণিমার জোয়ারে ঢেউ খেলা ভরা নদী

ছায়া ঘেরা গভীর অরণ্য পাখি হারায় পথ

কবির ছন্দ খুঁজে ফেরে বিরহ সংসার  
সারাদিন কাটে তার প্রকৃতির সাথে খেলে  
ক. লোকান্তর শব্দের অর্থ কী?

খ. ‘কবিতার আসন্ন বিজয়’- বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

গ. উদ্দীপকে ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতাটির যে দিকটি ব্যক্ত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “ উদ্দীপকে ব্যক্ত দিকটি ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতায় প্রতিফলিত বিষয়ের আংশিক চিত্র মাত্র।”

## বাংলা দ্বিতীয় পত্র

পাঁচটি বিশেষ্য পদ চিহ্নিত কর :

১। পরিশ্রম না করলে কেউ উন্নতি করতে পারে না। অর্থই বলো আর বিদ্যাই বলো, এটা অর্জন করতে হলে তোমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। যারা অলস তারা চিরকালই পিছনে পড়ে থাকে।

উত্তর: পরিশ্রম, উন্নতি, অর্থ, বিদ্যা, অর্জন।

পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত কর :

১। সাদা মেঘে আকাশ ছেয়ে আছে। হঠাৎ টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হলো। সুমন ভাঙা ছাতা দিয়ে বৃষ্টি ঠেকানোর চেষ্টা করছিলো। তার বেখেয়ালি মন হালকা বৃষ্টি আর মৃদু হাওয়ায় অস্থির হয়ে উঠল।

উত্তর: সাদা, টিপটিপ, ভাঙা, বেখেয়ালি, মৃদু।

২। সকালে মা তার ঘুমন্ত শিশুকে জাগিয়ে গরম দুধ খাওয়ালেন। এরপর আড়াই বছরের অবুঝ শিশুটিকে নিয়ে বাগানে লাল লাল ফুল দেখালেন। সদ্যোজাত ফুলগুলো ছিল চমৎকার। বাকঝকে রোদে পরিবেশও ছিল সুখকর।

উত্তর: ঘুমন্ত, গরম, অবুঝ, লাল লাল, বাকঝকে।

পাঁচটি সর্বনাম পদ চিহ্নিত কর :

১। কবি কাজী নজরুলের জীবনের পরিণাম অত্যন্ত করুণ। মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে ১৯৪২ সাল থেকেই তিনি ছিলেন জীবিত থেকেও মৃত। দীর্ঘকাল তিনি ছিলেন নির্বাক ও ভাবশূন্য। ১৯৭৬ সালে কবির জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত হলে তাঁর সমাধি রচিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ প্রাঙ্গণে। গানে তিনি এ আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন, “মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিয়েও ভাই।” তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে।

উত্তর: তিনি, তাঁর, এ, আমায়, সে।

২। “নহি দোষী আমি, বৎস; বৃথা ভর্তুকি মোরে / তুমি! নিজ কর্ম-দোষে, হায়, মজাইলা /এ কনক-লক্ষা রাজা, মজিলা আপনি!”

উত্তর: আমি, মোরে, নিজ, এ, আপনি।

পাঁচটি ক্রিয়া বিশেষণ শনাক্ত কর:

১। বাবা সকালে দ্রুত বেরিয়ে গেছেন। তখন টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল। ঘরে বসে এক মনে টিভি দেখছিল ছোট বোন। এক সময় কেউ টিভিতে গুনগুনিয়ে গান করছিল। হঠাৎ বাবা এসে বললেন, তাঁর চশমাটা চট করে খুঁজে দিতে।

উত্তর: দ্রুত, টিপটিপ, এক মনে, গুনগুনিয়ে, চট করে।

১। ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্ণয় কর:

ক. আমার চেতনা যেন একটি সাদা সত্যিকার পাখি/ বসে আছে সবুজ অরণ্যে এক চন্দনের ডালে;

উত্তর: সর্বনাম, যোজক, বিশেষ্য, বিশেষণ, বিশেষণ।

২. মুক্তি নিধন অভিযান এগিয়ে চলে। সামনে একটি লোকও পড়ে না। বাড়িঘর জনশূন্য, কলেরা মহামারীতে বিরল জায়গার মতো মনে হয় পল্লি। হাঁস-মোরগ, কুকুর-বিড়ালও গোলাগুলির শব্দ শুনে আত্মগোপন করেছে। দড়িতে বাঁধা ছাগল-গোরু দু-চারটা দেখা যায়।

উত্তর: বিশেষ্য, বিশেষণ, বিশেষণ, মিশ্রক্রিয়া, বিশেষণ।

৩. যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার / প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে

সদা! রিপদলবলে দলিয়া সমরে / জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে? / যে ডরে ভীরু সে মূঢ়; শত ধিক তারে!

উত্তর: সর্বনাম, আবেগশব্দ, ক্রিয়া, সর্বনাম, আবেগশব্দ।

১। ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্ণয় কর:

এগিয়ে চলেছে প্রতিবাদী মিছিল।- বিশেষ্য

অনেকেই ভাতের বদলে রুটি খায়।-যোজক

শাবাশ! দারুণ খেলেছো।- আবেগশব্দ  
চলো কোথাও বেড়াতে যাই।-সর্বনাম  
অধিক ভোজন অনুচিত।-বিশেষ্য  
সকলের তরে সকলে আমরা।-অনুসর্গ  
লোকটা হন হন করে হাঁটছে।-ক্রিয়া বিশেষণ  
বৃষ্টি থেমে গেল।-ক্রিয়া  
বঙ্গবন্ধু যার উপাধি।-বিশেষ্য  
রক্তে আমার অনাদি অস্তি।-বিশেষণ  
সে আজন্ম ক্রীতদাস থেকে যাবে।-বিশেষ্য  
যাত্রীরা স্ব স্ব আসনে গিয়ে বসলেন।-যৌগিক ক্রিয়া  
খাঁ খাঁ করবে না গৃহস্থালি।-ক্রিয়া বিশেষণ  
বসন্তে বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়?-সর্বনাম  
এই রূপালি গিটার ছেড়ে একদিন চলে যাব।-বিশেষণ  
এইখানে বসি গাহিলেন তিনি কোরানের সাম-গান!-ক্রিয়া  
ঘটনাটি শুনে রাখ।-যৌগিক ক্রিয়া  
নীল হলুদ বেগুনি অথবা সাদা।-যোজক  
যথা ধর্ম তথা জয়।-যোজক  
মাথার উপরে নীল আকাশ।-অনুসর্গ  
এক বাঁক পাখি উড়ে গেল।-বিশেষ্য  
মন দিয়ে লেখাপড়া করা উচিত।-অনুসর্গ  
তিনি অভিজ্ঞ ডাক্তার।-বিশেষণ  
রিমঝিম বৃষ্টি পড়ছে।-ক্রিয়া বিশেষণ  
অধ্যক্ষ বরাবর দরখাস্ত কর।-অনুসর্গ  
জনতা নীরব রইল না।-বিশেষ্য  
তুমি আছ প্রভু জগৎ মাঝারে।-অনুসর্গ  
সংলাপ:

প্রশ্ন : বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

ছাত্র : আসসালামু আলাইকুম। স্যার কেমন আছেন? এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?

শিক্ষক : ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছি। উপজেলা চত্বরে, বৃক্ষ মেলায়।

ছাত্র : ও আচ্ছা, আমার বাবাও বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ নিয়ে প্রচার-প্রচারণা, মাইকিং, উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি নিয়ে ব্যস্ত আছেন।  
বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটু জানতে চাই স্যার।

শিক্ষক : আমাদের অস্তিত্বের জন্য বৃক্ষ অপরিহার্য। আমরা বাঁচার জন্য যে অক্সিজেন গ্রহণ করি তা বৃক্ষ থেকে পাই। বন্যা, বাদু-ঝঞ্ঝা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বৃক্ষ আমাদের রক্ষা করে।

ছাত্র : বেশ তো স্যার! আমাদের দেশের যে অবস্থা তাতে এ বিষয়ে নিজেও সচেতন হতে হবে এবং অন্যদেরকেও সচেতন করতে হবে।

শিক্ষক : হুম, তুমি ঠিক বলেছো। আমাদের দেশের মোট ভূমির মাত্র ১৭% বনভূমি। কিন্তু প্রয়োজন ২৫% বনভূমি। আমরা দিনের পর দিন নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন করছি। এর ফলে পরিবেশ দূষণ বাড়ছে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে।

ছাত্র : এখন বুঝলাম স্যার; বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এগুলোই প্রকৃতির প্রতিশোধ। বৃক্ষনিধনের কারণেই তাহলে এগুলো দেখা দিচ্ছে।

শিক্ষক : হুম, তুমি ঠিক বলেছো। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব তো বাংলাদেশেই বেশি পড়বে।

ছাত্র : এই ক্ষতিকর হুমকি থেকে বাঁচার জন্য আমাদের অবশ্যই করণীয় খুঁজতে হবে। আমার মনে হয় প্রত্যেকের ১ টি করে গাছ লাগানো দরকার।

শিক্ষক : হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো। সবাই যদি ১ টি করে গাছ লাগায় তাহলে কোটি কোটি নতুন গাছ লাগানো হবে। আর এর মাধ্যমে আমাদের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিও সফল হবে।

ছাত্র : তাহলে চলুন স্যার আপনার সাথে মেলায় গিয়ে গাছ কিনে নিয়ে আসি এবং অন্যদেরকেও উদ্বুদ্ধ করি।

শিক্ষক : হ্যাঁ, চলো। আমি কিছু ফুল পাছ, ফলজ, ঔষধি ও কাঠের গাছ কিনব। তাতে ফলের চাহিদা, রোগ নিরাময় এবং আসবাব তৈরির উপাদান পাওয়ার পাশাপাশি সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও পরিবেশও রক্ষা পাবে।

ছাত্র : তাহলে স্যার বেশি করে গাছ লাগানোর বিকল্প নেই। কিন্তু দিনদিন আমাদের জমির সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

শিক্ষক : পরিত্যক্ত জায়গা, বাড়ির আশেপাশে, রাস্তার পাড়, নদীর তীর, সমুদ্র সৈকতসহ প্রত্যেক খালি জায়গা বনায়নের আওতায় এনে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সফল করা যায়।

ছাত্র : স্যার আমি আপনার সাথে একমত।

শিক্ষক : হ্যাঁ, চলো নিজেদের বাঁচার জন্য এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যাওয়ার জন্য বৃক্ষরোপণ করি।

ক. একুশে ফেব্রুয়ারি / আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

খ. এইচ. এস. সি. পরীক্ষার / পরীক্ষার প্রস্তুতি সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

গ. দুই বন্ধুর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে সংলাপ রচনা কর।

ঘ. বাল্যবিবাহ নিরোধের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

**ক্ষুদে গল্প:**

ক. স্মৃতির মণিকোঠায়

খ. অতি লোভে তাঁতি নষ্ট

গ. একতাই বল

ঘ. অন্যের জন্য আত্মত্যাগ/ মানুষ মানুষের জন্য

ঙ. সততার পুরস্কার